بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩রা মে, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ' এর কল্যাণকর বিভিন্ন দিক এবং উহুদের যুদ্ধের ইতিবাচক ফলাফল পর্যালোচনা করেন। পরিশেষে চলমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং নিজের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে হুযূর (আই.) দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, **'গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ'** সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের আলোকে পর্যালোচনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের রাতে মদীনায় চরম ভীতিকর এক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। কেননা, বাহ্যত কুরাইশ কাফিররা মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও তাদের পক্ষ থেকে পুনরায় মদীনার মুসলমানদের ওপর আক্রমণের গভীর আশঙ্কা ছিল। তাই সে রাতে পুরো মদীনায় এবং বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফজরের প্রাক্কালে মহানবী (সা.) এই সংবাদ লাভ করেন যে, কাফিররা লোকদের খোঁটা ও তির্যক কথাবার্তা শুনে পুনরায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও কেউ কেউ এ কথা বলছিল যে, তোমরা যতটুকু বিজয় লাভ করেছ তাতেই সন্তুষ্ট থেকে ফেরত চলো। পাছে এমন যেন না হয় যে, তোমরা বিজয়ের যে সম্মানটুকু লাভ করেছ তাও আবার খুইয়ে বসো।

মহানবী (সা.) আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ফজরের পর পরই দ্রুত সেসব মুসলমানকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন- যারা উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আহত সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে আনন্দের সাথে এই অভিযানে যাত্রা করেন। মুসলমানরা মদীনা থেকে আট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে **হামরাউল আসাদ** নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এখানে, রণকৌশল হিসেবে রাতেরবেলা মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে অধিক সংখ্যায় অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করার নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার পর ফিরে গিয়ে **মাবাদ বিন আবু মাবাদ খুযাঈ** আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের সৈন্যসামন্ত সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে আর এমনভাবে ভয় দেখায় যে, তারা মক্কায় ফেরত চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি মূলত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাদের হৃদয়ে সৃষ্ট ত্রাস ছিল যার কারণে তারা চরম ভয় পেয়েছিল। যাহোক, তাদের চলে যাওয়ার পর তিন দিন সেখানে অবস্থান করে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে নিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

উহুদের যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে অনেক পর্যালোচনা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক এটিকে মুসলমানদের জন্য পরাজয় আখ্যা দিয়েছে, আবার অনেকে এটিকে পরাজয় বলতে দ্বিধাবোধ করে এবং জয় ও পরাজয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে রেখে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। তবে কেউ কেউ এটিকে পরাজয়ের পর জয় হয়েছে বলে জোরালো দাবি করে থাকে।

প্রকৃত বিষয় হলো, প্রচলিত যুদ্ধনীতি অনুযায়ী এটিকে পরাজয় বলার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, মুসলমানরা তো তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছিল যখন আবু সুফিয়ান কাফির সেনাদের নিয়ে ফেরত চলে গিয়েছিল। **যদিও আবু সুফিয়ান উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছিল, আজ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধের দিন, কিন্তু তার এ দাবি ছিল বুলিসর্বস্ব।** কেননা, বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা কাফিরদের বড় বড় নেতাদের হত্যা করেছিলেন, তারা গণিমতের সম্পদ লাভ করেছিলেন, কাফিরদের সত্তর জনকে বন্দি করা হয়েছিল এবং যুদ্ধ শেষে বদরের প্রান্তরে তিন দিন অবস্থান করে মদীনায় ফেরত এসেছিলেন। এর বিপরীতে উহুদের যুদ্ধে কাফিররা কিছুই লাভ করতে পারেনি। দু'একজন ছাড়া না তারা মুসলমানদের জ্যেষ্ঠ নেতাদের হত্যা করতে পেরেছিল, না মালে গণিমত হস্তগত হয়েছিল আর যুদ্ধক্ষেত্রও তারা আগেভাগে ত্যাগ করেছিল। কাজেই এটি কীভাবে বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ হতে পারে?

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধের বিপরীতে উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের বিশেষ সফলতা ছিল না। তবে, মুসলমানদের সাময়িক কিছু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন প্রথমত, সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন এবং অনেক সাহাবী গুরুতর আহত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, মদীনার ইহুদী এবং মুনাফিকরা বদরের যুদ্ধের পর যে ভয় পেয়েছিল; উহুদের যুদ্ধের পর তাদের হৃদয়ে কিছুটা সাহস সঞ্চার হয় এবং তারা আবার মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ করে। তৃতীয়ত, মক্কার কাফিরদের সাহস বেড়ে যায় আর তারা মনে করতে থাকে যে, আমরা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি; ভবিষ্যতেও সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করলে আমরা মুসলমানদের ধরাশায়ী করতে পারব। তবে, মুসলমানদের জন্য বদরের যুদ্ধের মহান বিজয়ের পর উহুদের যুদ্ধের এরূপ পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। আর মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নে দেখা ভবিষ্যদ্বাণী এই যুদ্ধে হুবহু পূর্ণ হয়েছিল। কাজেই এটিকে কোনোভাবেই বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ বলা যাবে না। নীতিগত কথা হলো, যে কোনো যুদ্ধেই উভয়পক্ষ কিছু না কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

উহুদের যুদ্ধের সাময়িক পরাজয় এক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর হলেও, অপরদিকে এটি লাভজনকও প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, মুসলমানদের কাছে এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। যেমন, তিনি মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন আর এমনটি না হলে কী কী ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়ে স্বপ্নের উল্লেখও করেছিলেন যা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া তিনি (সা.) উহুদ প্রান্তরে একটি গিরিপথে পঞ্চাশজন সাহাবীকে মোতায়েন করেছিলেন আর জোর তাগিদ দিয়েছিলেন যেন কোনভাবেই তারা এ স্থান ত্যাগ না করে। কিন্তু তাদের এই নির্দেশ অমান্য করার কারণে মুসলমানরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে উহুদের যুদ্ধের পরিণতিও মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয় প্রমাণিত হয়। তদুপরি, **গযওয়াযে হামরাউল আসাদ** মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস পূর্ণরূপে ফিরিয়ে দেয় এবং কাফিরদের দম্ভ ও মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে

যায়। অনুরূপভাবে মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকরা যে সাময়িকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছিল, তাও দমন হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় গুণাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে তাঁর উন্নত মহান চরিত্র এবং অনন্য রণনৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর (সা.) যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা কেবলমাত্র রণকৌশলী যোদ্ধা হওয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি (সা.) চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক জগতের এক মূর্তপ্রতীক ছিলেন যাঁর হাতে মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের ঝাণ্ডা প্রদান করা হয়েছিল।**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, **উহুদের যুদ্ধ মহানবী (সা.)-এর সত্যতার অনেক বড় একটি প্রমাণ বহন করে। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)কৃত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানরা প্রথম দিকে সফলতা লাভ করে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর চাচা শাহাদত বরণ করেন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কাফিরদের অনেক নেতা নিহত হয়। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি নিজেও আহত হন এবং অনেক সাহাবী শাহাদত বরণ করেন।** হুযূর (আই.) বলেন, উহুদের যুদ্ধ এবং গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদের বিবরণ এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, **'বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের দুরবস্থা এবং ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে দোয়া অব্যাহত রাখুন। যদিও অনেকের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির পরামর্শ আসছে, কিন্তু যুদ্ধবিরতি হলেও ফিলিস্তিনিদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ হবে বলে মনে হচ্ছে না। তাই অনেক দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনিদের বিবেকবুদ্ধি দিন, তারাও যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত ও সমর্পিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের পরাশক্তিগুলোকেও বিবেকবুদ্ধি দিন তারা যেন দ্বৈতনীতি পরিহার করে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।'**

খুতবার শেষপর্যায়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) নিজের সুস্বাস্থ্যের জন্য জামাতের কাছে দোয়ার আবেদন জানান। **দীর্ঘদিন থেকে হুযুরের হার্টের সমস্যা চলছিল, ডাক্তাররা একটি ভাল্ব প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিচ্ছিল কিন্তু হুযূর মত দিচ্ছিলেন না। কিন্তু এখন আর না করালেই নয় তাই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গত সপ্তাহে ভাল্ব প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এ জন্য গত কয়েকদিন হুযূর মসজিদেও আসতে পারেননি।** প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন দোয়া করুন যেন কর্মময় ও কর্মক্ষম জীবন দান করেন,'** আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)